পাঠকের মতামত

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়)

প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটাতে এগিয়ে আসুন

বাংলাদেশে কমপিউটার প্রযুক্তি গ্রহণ কতটা জরুরী তা আজ সকলের বোধগম্য। তাই কোন ভূমিকা নয়, সরাসরি বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আহবান জানাচ্ছি, গত ২৯শে মে, ১৯৯২ জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে তরুণ প্রজন্ম গণতান্ত্রিক সরকারের কাছে যে মূল্যবান ৮টি দাবী পেশ করেছে তা সমর্থন করুন এবং বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। আমাদের পদক্ষেপ হবে সরকারকে দাবীসমূহ পূরণে বাধ্য করা এবং যা কিছু প্রয়োজন, তা গণতান্ত্রিকভাবে করা।

দেশের ছাত্র সমাজের কাছে আহবান জানাচ্ছি, প্রকৃত ছাত্র রাজনীতিতে নামার জন্য। আর বন্দুক, ককটেল নয় বরং এবার প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটিয়ে দেশকে টিকিয়ে রাখি। আমাদের তরুণ প্রজন্ম এ ব্যাপারে যে দাবী পেশ করেছে সেগুলি বাস্তবে রূপ দেই।

বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে আহবান জানাচ্ছি, আমাদেরকে আর আপনাদের রাজনৈতিক অঙ্গনের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন না। আমাদের ন্যায্য দাবী আদায়ে আমাদের ভাবতে দিন। আশা করি, শিক্ষাঙ্গনকে আমরা নিজেরাই সুস্থ রাখতে পারবো।

বিশ্বব্যাপী কমপিউটার প্রোগ্রামারদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, যে কমপিউটার প্রযুক্তি নিয়ে আপার স্বপ্ন দেখি, সে প্রযুক্তিকে ভাইরাসের কালো হাত থেকে রেহাই দিন।

মোঃ আজিজুল মাকসুদ (সেলিম)
পদার্থবিদ্যা বিভাগ
দিনাজপুর সরকারী কলেজ।

বিদেশী পুঁজি প্রত্যাহার কেন?

সরকারী বিপুল আয়োজন চলছে যাতে বিদেশী কোম্পানীগুলি পুঁজি বিনিয়োগ করে বাংলাদেশে। বিওআই নামে একটি ব্যয়বহুল সংস্থাও সৃষ্টি করেছিল পূর্ববর্তী সরকার। বর্তমান সরকারও তাকে লালন পালন করছেন। কিন্তু লাভের কোন চিহ্ন নাই বরং একের পর এক বিদেশী নামী-দামী কোম্পানী পাততাড়ী গুটাচ্ছে। অথচ পার্শ্ববর্তী ভারত মাত্র ৩ মাস আগের নীতি পরিবর্তনের সুফল ইতিমধ্যেই পেতে শুরু করেছে।

এদেশ থেকে স্কুইব চলেই গিয়েছে, আইসিআই সরে গেল ক'মাস আগে। বিটিসিতার একটি ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দিলো। কমপিউটার কোম্পানীগুলির মধ্যে আইসিআই তো ১৯৭১ সালের পর ফিরেই আসেনি। ছিলো এনসিআর ও আইবিএম। এখন এনসিআর ও পুঁজি প্রত্যাহার করে নিচ্ছে। রইলো বাকী আইবিএম এসব নাম বিশ্ববিখ্যাত। এরাই যদি চলে যায় তাহলে নতুন বিদেশী কোম্পানী আসবে কোন্ আশায় ?

কমপিউটার কোম্পানীগুলি যেমন ডিইসি, এইচপি, অ্যাপল এরা পুঁজি বিনিয়োগে কোন আগ্রহ না দেখিয়ে শুধু এজেন্টদের মাধ্যমে বাণিজ্য করতেই আগ্রহী, অফিস খুলে নিজেরা দীর্ঘস্থায়ী কোন চুক্তি করতে রাজী নয়। তবে বাকী রইলো শুধু আইবিএম ১৯৬৪ সাল থেকে অসীম ধৈর্য্য সহকারে। হয়তো আমলাদের অত্যাচারে বা বিসিসি'র জ্বালাতনে এরাও কেটে পড়বে। কে জানে ?

কিন্তু কেন এই অবস্থা ? যেখানে সরকার প্রধান বিদেশ সফরের সময়ে প্রতিবারই আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন বিদেশী কোম্পানীগুলোকে পুঁজি বিনিয়োগের জন্য সেখানে এই ধরনের প্রত্যাহার দেশের অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবেই শুধু ক্ষতিগ্রস্থ করবে না— বেকারত্বকেও দুঃসহনীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সাবির আহমেদ
গ্লারো, ঢাকা, বাংলাদেশ।

সিঙ্গাপুরে ছাত্রভর্তির নামে বাংলাদেশে প্রতারণা

বাংলাদেশের বিভিন্ন দৈনিকে প্রকাশিত দেশীয় ২/৩টি কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের 'সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে কমপিউটার কোর্সে ছাত্র ভর্তি' সংক্রান্ত বিজ্ঞাপনের প্রতি সিঙ্গাপুরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্রদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের আকর্ষণীয়, মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাষা পড়ে আমরা সিঙ্গাপুরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্ররা বিস্মিত হয়েছি। প্রকাশিত বিজ্ঞাপনগুলোতে সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে পড়তে আগ্রহী বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়ে থাকে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের আসনসংখ্যা সীমিত বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের কমপিউটার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সবগুলোই বেসরকারী এবং এসকল প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার নির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই। এমনকি উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর আসনসংখ্যাও সীমিত নয়। যেহেতু কমপিউটার প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রায় সবই বেসরকারী এবং শুধুমাত্র বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয় সেহেতু এসকল প্রতিষ্ঠানে বছরের যে কোন সময়ই ভর্তি হওয়া যায়। বাংলাদেশের কমপিউটার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরে পড়তে আসা কয়েকজন বাংলাদেশী ছাত্রের কাছে দেশীয় তথাকথিত কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতারনার বিচিত্র কৌশল সম্বন্ধে অবগত হয়েছি। প্রথমতঃ এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে ভর্তি ইচ্ছুক আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যে এক ভুয়া কোটিং এর আয়োজন করে থাকে এবং কোটিং ফি বাবদ মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকে। অথচ সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে কমপিউটার কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্যে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতার (Prior Computer Knowledge) এর প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ ভর্তি ফি, বাসস্থান, সার্ভিস চার্জ ও অন্যান্য খরচ বাবদ মোটা অংকের টাকা আদায় করে থাকে যা প্রয়োজনের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী। অথচ সিঙ্গাপুরে নিয়ে এসে এসকল ছাত্রদের জন্যে সস্তা ডরমেটারি বা গেষ্টহাউসে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়— সে পরিবেশে পড়াশোনা করা একজন ছাত্রের পক্ষে মোটেও সম্ভব নয়। ইতিপূর্বে আমরা সিঙ্গাপুরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীরা দেশীয় কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোর এ সকল প্রতারনার কথা মাননীয় হাইকমিশনার (বাংলাদেশ হাইকমিশন, সিঙ্গাপুর) সাহেবকে অভিহিত করেছি। এ ব্যাপারে কারো কোন তথ্য জানা থাকলে তা স্ববিস্তারে লিখে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাতে অনুরোধ করছি, যাতে তথাকথিত কমপিউটার প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে অনতিবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

মাননীয় হাইকমিশনার
বাংলাদেশ হাইকমিশন
২০১, থমসন রোড
সিঙ্গাপুর, টেলিফোন : ২৫৫০০৭৫

সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়াতে কমপিউটার কোর্সে পড়তে আগ্রহী বাংলাদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অনুরোধ, অবশ্যই আপনারা ভর্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে তথাকথিত কমপিউটার প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে যোগাযোগ না করে সরাসরি সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ করুন।

MUZIB
BLOCK-94
UNIT NO. 17-230
WHAMPOA DRIVE
SINGAPORE-1232

নতুন কলাম চাই

কমপিউটার জগৎ নিয়মিত পড়ে আমি কিছু শিখতে পেরেছি। এ জন্য মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রকাশনার প্রতি রইল আমার অসংখ্য ধন্যবাদ। এই মুহূর্তে কমপিউটার জগৎ আমার প্রিয় ম্যাগাজিন হলেও আমি এখন কমপিউটার জগতের স্লোগান "গণ কমপিউটারায়ণ" ও 'জনগণের হাতে কমপিউটার চাই'-এর সাথে একমত হতে পারছি না। গণ কমপিউটারায়ন বললে কি সবাই কমপিউটার শিখে ফেলবে? আর জনগণের হাতে কমপিউটার চাই এই কথা বললে কি জনগণের হাতে কমপিউটার পৌছে যাবে? অবশ্যই পৌছবে না।

যদি জনগণের হাতে কমপিউটার পৌছাতে চাই তাহলে আমাদেরকে আরও কৌশলী হতে হবে, যারা কমপিউটার সম্বন্ধে কিছুই জানে না তাদের জন্য একটি নতুন কলাম সংযোগ করতে হবে। ঐ কলামে থাকবে কমপিউটার কি? এর কাজ কি? এর মাধ্যমে বর্তমান সমাজ কতটুকু সাফল্য অর্জন করছে? আধুনিক জগতে কমপিউটার মানুষকে আর কি দিতে পারে? এবং এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আমি আশা করি উক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে কমপিউটার জগৎকে একটি পূর্ণাঙ্গ ম্যাগাজিনে পরিণত করবেন।

ছরওয়ার আলম (সবুজ)
ডাক : ফাঁসিয়া খালী
চকরিয়া, কক্সবাজার।

ছাত্রদের সাথে এগিয়ে আসুন

দ্রুত ধাবমান বিজ্ঞান জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে দেশে কমপিউটারের ব্যাপক প্রচলন অপরিহার্য। কিন্তু এদেশে কমপিউটার ভেণ্ডাররা, কমপিউটার সোসাইটি, সরকারী কমপিউটার প্রতিষ্ঠান বিসিসি, রাজনীতিবিদ, শিক্ষকসহ দেশের কোন সচেতন সমাজই দেশে কমপিউটারায়নে কোন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। আনন্দের কথা দেশের মেধাবী ছাত্র সমাজ এমতাবস্থায় নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে তাদের অতীত গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের আলোকে। তাই সাংবাদিক সম্মেলনে তাদের পেশকৃত দাবী আজ সমগ্র দেশের দাবী। তাই দেশের সচেতন মহলসহ সংগঠনের প্রতি উদাত্ত আহবান আপনারা এগিয়ে আসুন ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করুন দারিদ্র পীড়িত এই দেশটিকে উদ্ধার করুন তার অধঃপতিত অবস্থা থেকে।

বাবু
আজিমপুর কলোনী, ঢাকা।